সংবাদ

তারিখ ....19 MAR 2017
পৃষ্ঠা ...৫... কলাম ...৪...

বঙ্গবন্ধু সর. মহাবিদ্যালয়ে চরম শিক্ষক সংকট

ভেঙে পড়েছে শিক্ষা কার্যক্রম

সানজাদ রয়েল সাগর, বদলগাছী (নওগাঁ)

চরম শিক্ষক সংকটে নওগাঁর বদলগাছী বঙ্গবন্ধু সরকারি মহাবিদ্যালয়ে ভেঙে পড়েছে শিক্ষা ব্যবস্থা। মহাবিদ্যালয়ের নানা সমস্যাসহ শিক্ষা সংকটের বেহাল অবস্থায় কর্তৃপক্ষ পড়েছে চরম বিপাকে। ২০ জন প্রভাষকের মধ্যে ১৭ জন প্রভাষকের পদ রয়েছে ফাঁকা। আর এই শিক্ষক সংকটের কারণে মানসম্মত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়েছে কলেজের শিক্ষার্থীরা। এতে করে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন ছাত্র-ছাত্রীর অভিভাবকসহ এলাকার সচেতন মহল।

বদলগাছী
৪১ শিক্ষকের মধ্যে ১৯ পদই শূন্য

মহাবিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা যায়, কলেজে ২০ জন প্রভাষকের পদসহ প্রদর্শক, সহকারী অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক ও অধ্যক্ষসহ মোট ৪১টি পদ থাকলেও ১৯টি পদে নেই কোন শিক্ষক। এর মধ্যে রসায়ন বিভাগের একজন প্রদর্শক পদ রয়েছে ফাঁকা, অর্থনীতি বিভাগের সহকারী অধ্যাপকের পদ ফাঁকা, ইসলামের ইতিহাস বিভাগের সহকারী অধ্যাপকসহ ৩টি পদ থাকলেও মাত্র একজন প্রভাষক দিয়ে চলছে এইচএসসি, ডিগ্রি ও অর্নাসের ক্লাস পাঠদান। অন্যদিকে রাষ্ট্র বিজ্ঞানেও চলছে একই অবস্থা। এছাড়াও ২০ জন প্রভাষকের মধ্যে ১৭ জন প্রভাষকের পদ রয়েছে ফাঁকা।

শিক্ষক সংকটে শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে পড়লেও সংকট সমাধানে নেই কোন মাথাব্যথা শিক্ষা অধিদপ্তরের কর্তৃপক্ষের। বরং তাঁদের খুশিমতো তদবীর করতে পারলে কাকে কোথায় বদলী করতে হবে এ দায়ীত্ববোধ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ঠিকিই রয়েছে বলে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একটি সূত্র জানায়। কলেজে ঠিকমতো ক্লাস হচ্ছে না এখন। ছেলে-মেয়েরা কলেজে যেভাবে আসে তাদের আবার সেভাবেই বাড়ি ফিরে যেতে হয়। তারপরও সম্প্রতি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থাপনা বিভাগের আরও একজন শিক্ষককে অন্যত্র বদলি করে দেয়ায় আরও হতাশ হয়ে পড়েছেন কলেজ কর্তৃপক্ষ।

মহাবিদ্যালয়ের একাধিক শিক্ষার্থীর সঙ্গে কথা বললে তারা জানায়, বর্তমানে কলেজে শিক্ষক না থাকায় দু'একটা ক্লাস হয়, আর যদি কোন দিন ঐ শিক্ষক না থাকে তাহলে সেই ক্লাস আর সেদিন হয় না।

এ বিষয়ে কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসার মোঃ হামিদুর রহমানের সঙ্গে কথা বললে তিনি বলেন, শিক্ষক সংকটের কথা আমি আর আপনাদের ব্যাখ্যা দিতে পারছি না। প্রতি সপ্তাহে শিক্ষক সংকটের কথা বলে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট শিক্ষক চাহিদাপত্র জমা করা হয়। কিন্তু তাঁরপরও কোন সুব্যবস্থা হচ্ছে না। এতে করে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনার ক্ষতি হচ্ছে বলে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনার কোন ক্ষতি হয়নি। তাছাড়া বিভিন্ন কলেজ থেকে শিক্ষক ধার করে এনে কলেজে ক্লাস নেয়া হচ্ছে।

অপরদিকে এলাকার সচেতন মহল এই কলেজে খুব দ্রুত প্রভাষক প্রদান করে বর্তমান সরকারে শিক্ষার মানোন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রখার জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট দাবি জানিয়েছেন।